যুগান্তর

তারিখ 11 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

দশ দিন ধরে স্থবির শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুসতাক আহমদ

দশ দিন ধরে স্থবির শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কোনো ফাইলের কাজ হচ্ছে না। নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক স্থগিত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি সেবা প্রার্থীদের বা অন্য মন্ত্রণালয়-দফতরের চিঠিপত্র চালাচালিও বন্ধ আছে। বেশির ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী পছন্দের বিভাগে পদায়ন নিতে জোর লবিং-তদবিরে ব্যস্ত। কেউ কেউ আবার অফিসে অনুপস্থিত থাকছেন। যে ক'জন আসছেন তারাও গল্প-আড্ডায় সময় কাটাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভেঙে দুটি বিভাগ করায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

তবে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, দু-একদিনের মধ্যে কার্যক্রম স্বাভাবিক হওয়া শুরু করবে। বৃহস্পতিবার রাতে অতিরিক্ত এবং যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১৭ কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। আজ শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব এসব কর্মকর্তাকে দায়িত্ব বণ্টন করবেন। ফলে আগামী সোম-মঙ্গলবার থেকে এসব কর্মকর্তা কাজ শুরু করতে পারেন।

জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী পছন্দের শাখায় যাওয়ার ব্যাপারে তদবির করছেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রী-সচিবের দফতরসহ কারিগরি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অডিট অধিশাখা তদবিরকারীদের পছন্দে শীর্ষে আছে। যদি এই পর্যায়েও নতুন পদায়ন করা হয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের স্থবিরতা এ সপ্তাহেও না কাটার আশঙ্কা আছে।

৩০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করেছেন। সে অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সচিব সোহরাব হোসাইন এই দু'বিভাগের সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন। ৮ ডিসেম্বর রাতে অতিরিক্ত এবং যুগ্মসচিব পদায়ন করা হলেও এর আগে নিযুক্ত উপসচিবদের নিজ নিজ বিভাগে দায়িত্ব পালন করে যেতে বলেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

এদিকে নতুন বিভাগে নতুন পদায়ন করতে গিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর আগে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিবদের বিভাগ পরিবর্তন করে দিয়েছে। ফলে এই মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দফতর ও সংস্থার দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুখে হাসি ফুটেছে। নতুন পদায়নকৃত ১৭ জনের মধ্যে ৮ জন অতিরিক্ত সচিব। তাদের মধ্যে হেলালউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় অধিশাখায় ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের টুঁটি চেপে ধরেছিলেন। তাকে কারিগরি ও মাদ্রাসা অধিশাখায় দেয়ার খবর শুক্রবার ছুটির দিনই রটে যায় ইউজিসির কর্মকর্তাদের কানে। অনেকেই সত্যতা জানতে যুগান্তরকে ফোন দেন। একেএম জাকির হোসেন ভূঞা দেখতেন মাধ্যমিক-২ অধিশাখা। এই কর্মকর্তা শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষসহ (এনটিআরসিএ) কয়েকটি দফতর ও সংস্থার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগে পদায়ন পাওয়ায় এনটিআরসিএ'র দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও খুশি বলে জানা গেছে। তবে অশোক কুমার বিশ্বাস কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগে পদায়ন পাওয়ায় রীতিমতো মন খারাপ এই বিভাগের দুর্নীতিবাজদের। একইভাবে ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব পাওয়ায় রহস্যজনক কারণে কলেজ অধিশাখার বিতর্কিতরা খুশি বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করে বৃহস্পতিবার একজন অতিরিক্ত সচিব জানান, নতুন বিভাগ করায় আগের অভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনের কর্মকর্তারা কোথাও নেই। বিশেষ করে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জনবল। তাদের নতুন করে পদায়ন করতে হবে। এ কারণে তারা কেবল অফিস করছেন। ওইদিন পর্যন্ত তারা কোনো ফাইলে সই করেননি।